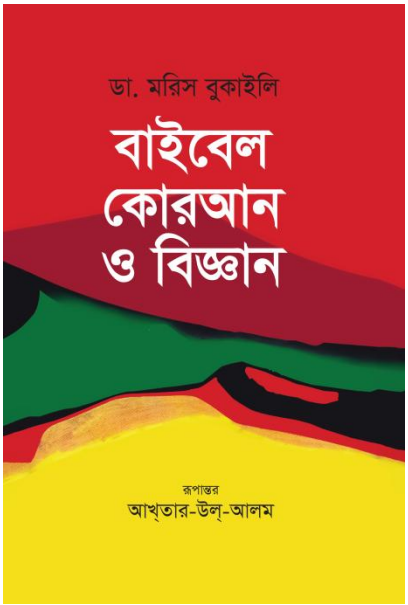

বইয়ের নাম	:	বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান
মূল লেখক	:	ডা. মরিস বুকাইলি
অনুবাদক	:	আখ্‌তার-উল্‌-আলম
পৃষ্ঠা সংখ্যা	:	৩৬০
মুদ্রিত মূল্য	:	৫৯৮ টাকা
কমিশন বাদে (৩৫%) মূল্য	:	৩৯০ টাকা
কুরিয়ার চার্জ	:	ঢাকার মধ্যে ৫০ টাকা, ঢাকার বাইরে ১০০ টাকা।
পেমেন্টের ধরন	:	ক্যাশঅন ডেলিভারি
প্রকাশক	:	মাতৃভাষা প্রকাশ
Email	:	matrivashaprokash@gmail.com

বইটি কেনার আগে অনুবাদক আখ্‌তার-উল্‌-আলমের এই বক্তব্যটি পড়ুন

'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' আধুনিক জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের তুলনামূলক বিচার পর্যালোচনা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। ধর্মকে যাঁরা ভালবাসেন–এ পুস্তক তাদের জন্য। ধর্মের যাঁরা বিরোধী–এ পুস্তক তাঁদের জন্যও। কোরআনকে যারা আসমানি কিতাব বলে বিশ্বাস করেন–এ পুস্তক তাঁদের প্রয়োজনে রচিত। কোরআনকে যাঁরা 'মানুষের রচনা' মনে করেন–এ পুস্তক তাঁদের অবশ্য পাঠ্য। কোরআনের বাণী যাঁদের নিকট আদরণীয় কিংবা যাঁদের নিকট অসহনীয়–এ পুস্তক তাঁদের প্রত্যেককেই–পড়তে হবে।

ধর্মগ্রন্থ মাত্রকেই যারা বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবেন– তাঁদের এ পুস্তক অবশ্যই একবার পড়ে দেখা দরকার।

–আখ্‌তার-উল্‌-আলম

মূল লেখক মরিস বুকাইলি সম্পর্কে জানুন...

ডা. মরিস বুকাইলি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ফরাসি ডাক্তার/সার্জন, শখের মিশর বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর প্রথম বই 'দ্য বাইবেল দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স' এর জন্য সমধিক পরিচিত। একজন সার্জন হিসেবে মরিস বুকাইলি প্রায়ই এমন পরিস্থিতিতে পড়তেন, যেখানে তিনি শুধু মানুষের শরীর নয়, তাদের আত্মাকেও গভীরভাবে বোঝার সুযোগ পেতেন। এভাবেই তিনি মুসলমানদের ধর্মপ্রাণতা এবং ইসলামের বেশ কিছু দিক দেখে মুগ্ধ হন। এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য তিনি আরবি ভাষা শেখেন এবং কোরআন অধ্যয়ন করেন। কোরআনে তিনি প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দেখে অবাক হন, যার অর্থ শুধুমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়েই বোঝা সম্ভব। এরপর তিনি একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর–

বিশেষতঃ বাইবেলের ক্ষেত্রে লেখাগুলোর সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনা করেন। ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ এবং কোরআন নিয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল এই বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ডা. মরিস বুকাইলির সাথে বাংলা ভাষায় 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ের প্রথম অনুবাদক, প্রখ্যাত সাংবাদিক লুব্ধক-খ্যাত মরহুম আখ্‌তার-উল্‌-আলমের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ডা. মরিস বুকাইলির সম্মতি নিয়েই 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইটি ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অনুবাদক সম্পর্কে জানুন...

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার তাজনগর গ্রামের সম্ভ্রান্ত শাহ পরিবারের সন্তান আখ্‌তার-উল্‌-আলমের জন্ম ১৯৩৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি। তিনি প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা ৬০ দশকের শুরুতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম পত্রিকা দৈনিক আজাদে। তখন তিনি দৈনিক আজাদ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। একই সঙ্গে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খার তত্ত্বাবধানে তিনি দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় এবং কলাম লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে আখ্‌তার-উল্‌-আলম দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যে ইত্তেফাকে তাঁর 'লুব্ধক' ছদ্মনামে লেখা 'স্থান-কাল-পাত্র' কলামটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। ৭০ ও ৮০ দশকে এটি ছিল এদেশের সর্বাধিক পাঠকপ্রিয় কলাম। ১৯৮৫ সালে আখতার-উল্‌-আলম ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইত্তেফাক দেশে শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি বাহরাইন গমন করেন এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে তিনি রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব ত্যাগ করে পুনরায় সংবাদিকতা পেশায় ফিরে আসেন এবং দৈনিক দিনকালের সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারি উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি পুনরায় দৈনিক ইত্তেফাকে যোগদান করেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও আখ্‌তার-উল্‌-আলম এক সময়ে নিয়মিত কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখতেন। সাংবাদিকতা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজও করেছেন। 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ-কর্ম। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩। কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১৫ সালের ২৪ জুন তিনি ইন্তেকাল করেন।

বইটির সূচিপত্র

গোড়ার কথা ১৫

বাইবেল পুরাতন নিয়ম : ১

সাধারণ আলোচনা ২৭

বাইবেলের আদি উৎস ৩০

বাইবেল পুরাতন নিয়ম : ২

পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি ৩৪

তাওরাতের পঞ্চপুস্তক ৩৮

ঐতিহাসিক পুস্তকাবলি ৪৬

বিভিন্ন নবির কিতাবসমূহ ৪৮

গীত–সংহিত ও হিতোপদেশ পুস্তক ৫০

বাইবেল পুরাতন নিয়ম : ৩

বৈজ্ঞানিক বিচারের ফলাফল ৫৩

বিশ্বসৃষ্টির কাহিনি ৫৫

বাইবেলের দ্বিতীয় বর্ণনা ৬১

পৃথিবীর সৃষ্টি ও মানুষের আবির্ভাব ৬৩

১ : হজরত আদম থেকে হজরত ইবরাহিম ৬৪

২ : হজরত ইবরাহিম থেকে খ্রিষ্টধর্মের সূচনা পর্যন্ত ৬৫

মহাপ্লাবন ৬৮

বাইবেল পুরাতন নিয়ম : ৪

খ্রিষ্টান লেখকদের বিভ্রান্তি ৭২

বাইবেল পুরাতন নিয়ম : ৫

উপসংহার ৮০
বাইবেল নতুন নিয়ম : ১
ইঞ্জিল শরিফ : সুসমাচারসমূহ ৮২
বাইবেল নতুন নিয়ম : ২
জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং সেন্ট পল ৮৯
বাইবেল নতুন নিয়ম : ৩
চার সুসমাচার ৯৫
মথি-লিখিত সুসমাচার ১০১
মার্ক-লিখিত সুসমাচার ১০৬
লুক-লিখিত সুসমাচার ১০৯
যোগন-লিখিত সুসমাচার ১১৩
ইঞ্জিল উৎস ১১৭
ইঞ্জিল রচনার ইতিহাস ১২৩
বাইবেল নতুন নিয়ম : ৪
সুসমাচার ও আধুনিক বিজ্ঞান ১৩০
যিশুর বংশ-তালিকা ১৩২
যিশুর বংশতালিকা–হজরত দাউদের পূর্বে ১৩৪
যিশুর বংশতালিকা–হজরত দাউদের পরে ১৩৫
পরিবর্তন ও পার্থক্য ১৩৭
বিচার-বিশ্লেষণ ১৩৮
আধুনিক বাইবেল–বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য ১৪২
বাইবেল নতুন নিয়ম : ৫
বর্ণনার স্ববিরোধিতা ও অবাস্তবতা ১৪৫
'ক্রুশবিদ্ধ' যিশুর বিবরণ ১৪৫
প্রভুর ভোজপর্ব ১৪৭
যিশুর পুনরুত্থান ও পুনরাবির্ভাব ১৫০
যিশুর স্বর্গারোহণ ১৫২
যিশুর শেষ আলোচনা ১৫৫
যোহনের সুসমাচারের 'পারাক্লীতস' ১৫৫
বাইবেল নতুন নিয়ম : ৬
উপসংহার ১৬২
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ১
গোড়ার কথা ১৬৬
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ২
কোরআনের সঠিকত্ব ১৯১
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৩
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি ২০১
বিশ্বসৃষ্টির ছয়টি পর্যায় ২০২
আসমান ও জমিন : পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি নয় ২০৭
বিশ্বসৃষ্টির মৌল-প্রক্রিয়া ২০৮
বিশ্বসৃষ্টি ও আধুনিক বিজ্ঞান ২১৪
সৌরমণ্ডলীর পদ্ধতি ২১৪
গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ ২১৪
উৎপত্তি এবং বিবর্তন ২১৫
বহুবিশ্বের ধারণা ২১৮
আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু ২১৯
কোরআনে বর্ণিত তথ্যের পর্যালোচনা ২২০
কতিপয় জিজ্ঞাসার জবাব ২২২
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৪

কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান ২২৫
ক. আসমান সম্পর্কে কোরআন ২২৬
খ. আসমানি বস্তুসমূহের গতি-প্রকৃতি ২৩০
গ. আকাশমণ্ডলীর সংগঠন ২৩৪
মহাশূন্যে চন্দ্র ও সূর্যের নিজস্ব গতিবেগ ২৩৮
দিন-রাত্রির ধারা ২৪১
ঘ. মহাশূন্যে বিবর্তনের ধারা ২৪৪
ঙ. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ২৪৭
চ. মহাশূন্য বিজয় ২৪৮
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৫
পৃথিবী ২৫৩
ক. পৃথিবীসংক্রান্ত সাধারণ বর্ণনা ২৫৩
খ. ওয়াটার সাইকেল এবং সমুদ্র ২৫৭
সমুদ্র ২৬৩
গ. ভূ-পৃষ্ঠের নক্শা ২৬৬
ঘ. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ২৭০
উচ্চতার হেরফের ২৭০
বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ ২৭০
ছায়া ২৭১
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৬
জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদজগৎ ২৭৩
ক. প্রাণের উৎপত্তি ২৭৩
খ. উদ্ভিদজগৎ ২৭৫
গ. জন্তুজগৎ ২৭৯
জীবজগতের প্রজনন : ১ ..... ২৮১
জন্তুজগতের সামাজিক বন্ধন : ২ ..... ২৮১
মৌমাছি মাকড়সা এবং পাখি : ৩ ..... ২৮২
গবাদিপশুর দুধের উৎস : ৪ ..... ২৮৬
কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : ৭
মানব-প্রজনন ২৯০
কিছু মৌলিক বিষয়ের আলোচনা ২৯১
কোরআন ও মানব-প্রজনন ২৯২
১. সামান্যতম বীর্য (শুক্র) ২৯৪
২. তরল বীর্যের উপাদানসমূহ ২৯৫
৩. ডিম্বাণুর অবস্থান ২৯৭
৪. জরায়ুতে ভ্রূণের বিবর্তন ৩০০
কোরআন ও যৌনশিক্ষা ৩০২
কোরআন ও বাইবেল : ১
সাধারণ বর্ণনা ৩০৮
কোরআন, ইঞ্জিল ও আধুনিক জ্ঞান ৩০৮
কোরআন ও বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ৩১০
কোরআন ও বাইবেল : ২
বাইবেলে মহাপ্লাবন ৩১২
মহাপ্লাবন ও কোরআন ৩১৫
কোরআন ও বাইবেল : ৩
ইহুদিদের মিসরত্যাগ ৩১৯
বাইবেলের বর্ণনা ৩২০
কোরআনের বর্ণনা ৩২২
ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা : আধুনিক তথ্যজ্ঞান ৩২৫

বিষয়ের বিশ্লেষণ : ১	.....	৩২৬
ফেরাউনদের ইতিহাসের নিরিখ : ২	.....	৩৩০
দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপ্‌তাহ্‌ : ৩	.....	৩৩৩
মারনেপ্‌তাহ্‌র শিলালিপি	.....	৩৩৮
ফেরাউনের মৃত্যু : ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে : ৪	.....	৩৪০
ফেরাউন মারনেপ্‌তাহ্‌র মমি : ৫	.....	৩৪২
কোরআন, হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞান	.....	৩৪৬
শেষকথা	.....	৩৫৬

বইটি সম্পর্কে আরও জানুন...

১৯৮২ সাল, মার্চ-এপ্রিল মাস। পাশ্চাত্যের নানা স্থান সফর করে ফিরছিলাম। হাতে এলো 'দি বাইবেল দি কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স' গ্রন্থখানি। অনেকের কাছে অনেক কথা শুনলাম। গুণীজন সুখ্যাতি করলেন এই গ্রন্থের। তাগিদ অনুভব করলাম অনুবাদের।

সাংবাদিকতা জীবন, শত ব্যস্ততা। তবুও তার ফাঁকে ফাঁকে চলল অনুবাদের কাজ। সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ প্রকাশ হতে শুরু করল 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান'–ধারাবাহিকভাবে। সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। তাগিদ এলো, সম্পূর্ণ বই চাই।

ফরাসি বিজ্ঞানী ডা. মরিস বুকাইলি পুস্তকের মূল লেখক। যোগাযোগ হলো তাঁর সাথে। উৎসাহ দিলেন। যোগাযোগ হলো মূল পুস্তকের স্বত্বাধিকারী–এডিশন্স রবার্ট লাফন্ট (প্যারিস)-এর সাথেও। অনুবাদ ও পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে রয়েছে আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন। চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হলো। ডা. মরিস বুকাইলির সহৃদয়তা এ বিষয়ে ভুলবার নয়। ভুলবার নয় এডিশন্স রবার্ট লাফন্ট-এর 'ফরেন রাইটস্‌'– বিষয়ক কর্মকর্তা মিসেস বিয়েট্রিক্স ভারনেট-এর ক্লান্তিহীন সহযোগিতা। ভ্রাতুষ্পুত্র ইসকান্দার ফারুক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক; এ প্রসঙ্গে তার স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তার কথাও উল্লেখ করার মতো।

'দি বাইবেল দি কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স' সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক। কেন পাশ্চাত্যে লাইন ধরে এ পুস্তক ক্রয় করা হয়, কেন এ পুস্তক পাঠ করে মানুষ আশ্রয় নেয় ইসলামের ছায়াতলে–সে অনেক কথা, অনেক কাহিনি। জানতে হলে এ পুস্তক পড়তে হবে। শুধু পড়লেই চলবে না–মনোযোগসহকারে বুঝতে হবে; অনুধাবন করতে হবে–আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা, বিশ্লেষণ, বিচার-পর্যালোচনা– কত গভীর ও কত পুঙ্খানুপুঙ্খ। তারপর নিজের মনেই বুঝে নিতে হবে– সত্য কী এবং সত্য কোন্‌টা।

ইংরেজি ছাড়াও এ পুস্তক ইতোমধ্যে অনূদিত হয়েছে আরবি, ইন্দোনেশীয়, মালায়লম, ফারসি, তুর্কি, গুজরাটি, সারবো-ক্রোট ও উর্দু ভাষায়। আমার এই অক্ষম হাতে বাংলা অনুবাদ– তার কথাও গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত হয়েছে–প্যারিসের 'সেঘার্স' প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ থেকে।

আমার যদি সামর্থ্য থাকত, নিজেই প্রকাশ করতাম এই 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান'– তারপর এদেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নারী ও পুরুষের কাছে এবং বিশেষত তরুণ-তরুণীদের হাতে পৌঁছিয়ে দিতাম এ পুস্তকখানি।

এ পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সানন্দে অনুমতি দেওয়া হলো মেসার্স রংপুর পাবলিকেশন্স লি.-এর পক্ষ থেকে। জনাব এম এ সোবহান–মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাবেক মহাপরিচালক বন্ধুবর এ জেড এম শামসুল আলম–দুজনের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

নিজের অনুবাদের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?

মূলের সাথে সংগতি রেখে কলমকে স্বচ্ছন্দে চালাবার প্রয়াস পেয়েছি– যতদূর সম্ভব সতর্কতার সাথেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা পর্যন্ত করতে হয়েছে– বাংলায়, পুস্তকের মূল বক্তব্য। কারণ কিছুই নয়, পাঠক-পাঠিকাবর্গ যেন বিষয়বস্তু সহজেই বুঝে নিতে পারেন। যে-কোনো কিছুর অনুবাদ কঠিন কাজ। বিজ্ঞান বিষয়ের অনুবাদ আরো দুরূহ। বিশেষত এ গ্রন্থে বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেসবের অনুবাদ সহজসাধ্য ছিল না মোটেই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী রেজিনা বেগম । অনুবাদ সমাপ্ত করা, প্রকাশ সম্পন্ন করা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁর অনবরত তাগাদা প্রেরণা হয়ে কাজ করেছে–আগাগোড়া। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্রাকেটে ও ফুটনোটে নিজের বক্তব্য, অভিমত এবং ক্ষেত্র-বিশেষে মন্তব্য সন্নিবেশিত করেছি। অনুবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা বিচার করবেন সুধী পাঠক-পাঠিকা। আত্মপক্ষ সমর্থনে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও যদি এ ব্যাপারে কোনো অভিমত বা পরামর্শ পাই, আগামীতে কাজে লাগাবার চেষ্টা করব।

'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' আধুনিক জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের এবং সে সাথে তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক।

–ধর্মকে যাঁরা ভালোবাসেন–এই পুস্তক তাঁদের জন্য।

–ধর্মের যাঁরা বিরোধী এই পুস্তক তাঁদের জন্যও।

–কোরআনকে যাঁরা আসমানি কিতাব বলে বিশ্বাস করেন–এ পুস্তক তাঁদের প্রয়োজনে রচিত।

–কোরআনকে যাঁরা মানুষের রচনা মনে করেন, এ পুস্তক তাঁদের অবশ্য পাঠ্য।

–কোরআনের বাণী যাঁদের নিকট আদরণীয় কিংবা যাঁদের নিকট অসহনীয়–এ পুস্তক তাঁদের প্রত্যেককে পড়তেই হবে।

–ধর্মগ্রন্থমাত্রকেই যাঁরা বিজ্ঞানবিরোধী ভাবেন–তাঁদের এ পুস্তক অবশ্যই একবার পড়ে দেখা দরকার।

–আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সব ধর্ম ও সব ধর্মগ্রন্থ অচল ও বাতিল বলে যাঁদের ধারণা ও বিশ্বাস, এ পুস্তক তাঁদের না পড়লে চলবে না।

–সর্বোপরি এ পুস্তক বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে আধুনিক স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, ভার্সিটির প্রতিটি তরুণ-তরুণীর –যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, সত্য-সন্ধানী, –যাঁরা চিন্তা ও চেতনায় প্রখর, ধীমান ও কৌতূহলী। এককথায়, জীবনের সত্য ও আত্মার সত্য–মানুষের সত্য এবং বিধাতার সত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা এ পুস্তক।

–আমাদের দেশের প্রায় প্রতি বাড়িতেই রয়েছে কোরআন শরিফ। বাজারে এখন কোরআনের ভালো অনুবাদের সংখ্যাও কম নয়। আমরা কি পারি না–আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে এবং কোরআন-নির্দেশিত সত্যকে খুঁজে নিতে?

–চরম ও পরম সত্য আমাদের সবার কামনা। কোরআন সেই পরম ও চরম সত্যের নির্দেশক।

–আমাদের সবার সাধনা জীবনের সরল-সঠিক-পুণ্য-পন্থা। কোরআন মানুষকে সেই সরল-সঠিক-পুণ্য-পন্থা–'সিরাতুল মুস্তাকিমের' সন্ধান দেয়।

–আল্লাহ আমাদের সে চরম ও পরম সত্যকে পাওয়ার এবং সে সরল সঠিক-পুণ্য-পথে চলবার তওফিক দিন। আমিন!

আখ্‌তার-উল্‌-আলম
সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে)